দৈনিক বাংলা

438

199

তারিখ ... ১২/৩/৮১ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজকের আলিয়া মাদ্রাসা ভবন। —দৈনিক বাংলা

দু'শ বছরের ঐতিহ্যের অধিকারী আলিয়া মাদ্রাসা

(স্টাফ রিপোর্টার)

'হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে, কাজ করে যাও গোপনে গোপনে'। মুসলিম শিক্ষায় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী আলিয়া মাদ্রাসার দুই শততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের জন্যে আজ শুরু হচ্ছে তিন দিনের আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন।

জন্মক্ষণে নাম ছিল গবর্নমেন্ট মোহামেডান কলেজ। পরে নাম হয় কলকাতা মাদ্রাসা। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সকল রেকর্ডপত্র ও আসবাবপত্রসহ আলিয়া মাদ্রাসা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়

হে অতীত কথা কও

দীর্ঘ দু'শ বছরে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে অনেক উত্থান-পতনের ঘটনা। এই সময়ে নানা প্রতিকূলতা উজিয়ে আলিয়া মাদ্রাসা প্রসার ঘটিয়েছে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির। এই মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেছেন দেশবরেণ্য বহু কৃতী মণীষী।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলে ভারতে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান হয়। এতে পরাজিত মুসলিম শাসক ও স্বাধীনতকামী নাগরিকদের ওপর বিজয়ীদের নিপীড়ন-নিষ্পেষণ শুরু হয়। স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত বিলুপ্ত হতে থাকে।

কলকাতার কয়েকজন মুসলিম শিক্ষাবিদ ও নাগরিকের একটি প্রতিনিধিদল ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা বড়লাটের কাছে আবেদন জানান যে মাওলানা মজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন নামে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় পন্ডিত কলকাতা সফরে এসেছেন। তাঁকে কলকাতায় থাকার অনুরোধ জানিয়ে একটি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনার ভার গ্রহণে যদি রাজী করাতে পারেন তাহলে বঞ্চিত মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত হতে পারে। এবং মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষাবিদদের দিয়ে সরকারী অফিস-আদালতে মুসলিম অফিসার নিয়োগের প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে।

ওয়ারেন হেস্টিংস এ আবেদনে সাড়া দেন এবং মাওলানা মজদুদ্দীনকে রাজী করিয়ে নিজের তহবিল থেকে মাসে তিনশ' টাকা বেতনে একটি মাদ্রাসা পরিচালনার কাজে নিয়োগ করেন। সেটা ছিল ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাস। বড়লাট কলকাতার বৈঠকখানা রোডে মাসিক একশ টাকা ভাড়ায় মাদ্রাসা ঘরের বন্দোবস্ত করে দেন। ১৭৮১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই ভাড়া বাড়িতেই মাদ্রাসা চলে এ সময় ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। তখন পদ্মপুকুর লেনে একখন্ড জমি কেনা হয় পাঁচ হাজার ছয়শ ৪১ টাকায়। মাদ্রাসার জন্যে নিজস্ব ভবন তৈরি হয় সেখানে আর নামকরণ করা হয় মোহামেডান কলেজ।

অবসর নেয়ার আগেই ওয়ারেন হেস্টিংস মাদ্রাসা কলেজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব সরকারের ওপর অর্পণ করেন। সেটা ১৭৮৫ সাল। মাদ্রাসার প্রশাসনিক দায়িত্বভার বোর্ড অব ডিরেক্টরস গঠন করে তার ওপর ন্যস্ত করা হয়। ব্যয় নির্বাহের জন্যে মাদ্রাসা মহাল নামে বিরাট আয়ের ভূ-সম্পত্তি কিনে তার আয় মাদ্রাসার জন্যে বরাদ্দ করে যান ওয়ারেন হেস্টিংস। মাদ্রাসার এই ঘর ও সম্পত্তি ছিল হিন্দু প্রধান এলাকায়। তাই মাদ্রাসাটি মুসলিম প্রধান এলাকায় স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮২৪ সালে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের পাশে গোল তালাব (এখনকার হাজী মহসিন স্কোয়ার) এলাকায় নতুন জায়গা কেনা ও ভবন নির্মাণ করা হয়।

দীর্ঘ ৩৮ বছর (১৭৮১ থেকে ১৮১৯) পর্যন্ত মাদ্রাসাটি পরিচালক পরিষদ কর্তৃক এবং ১৮১৯ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারী ও মুসলমান সহকারী সেক্রেটারী কর্তৃত্বাধীন পরিচালক পরিষদ দ্বারা মাদ্রাসা পরিচালিত হত।

মাদ্রাসা কলেজ পরিচালনার জন্যে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রথা চালু হয় ১৮৫০ সাল থেকে। আরবী ও আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের অভিজ্ঞ অধ্যাপককে অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা এখনো চালু রয়েছে।

অধ্যক্ষ পদ প্রবর্তনের পর ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৭ বছর ইংরেজরাই এ পদে বহাল ছিলেন। শামসুল উলামা খাজা কামালুদ্দীন আহমদ হচ্ছেন প্রথম মুসলমান যিনি ১৯২৭ সালে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম ও প্রধান পরিচালক মাওলানা মজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন ছিলেন বিখ্যাত হাদিস বিশারদ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর বিশিষ্ট শিষ্য ও সে সময়ে প্রচলিত দরসে নেযামীর অনুসারী। প্রথম থেকেই তিনি দরসে নেযামীর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী মাদ্রাসায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন—যা যুগের পরিবর্তনশীল চাহিদার তাগিদে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে দু'শ বছর ধরে চালু ছিল ও আজো রয়েছে।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১২/৩/৮১ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প…
সং…
এগ…
শিক্ষ…
ষ্ঠাক…
মাদ্রা…
শ্রাড়ত…
আলিয়া…
শিক্ষা বে…
হয় এবং…
পদ্ধতি.ত…
হয়।

দেশ বিং… মাদ্রাসা সরং… যাবী যবতীয়… মাদ্রাসা শিক্ষ… রেকর্ড সা… মাদ্রাসা হোস্টে… বাবপত্র সরকারী …জনে জাহাজ যোগে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় লক্ষ্মীবাজারের ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গণ ও ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে আলিয়া মাদ্রাসার কাজ-কর্ম শুরু হয়।

মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষাগুলো ১৯৪৮ সালে বোর্ড অফিসের স্থানাভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। পরে মাদ্রাসাটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেয়ার চেষ্টা চলে।